লিপি
পোর্ট ব্লেয়ার, বুধবার, ১ আগস্ট, ২০১৮
Port Blair· Wednesday · August 1,2018
Arthik Lipi, Page 3

কিশোরীর গলায় বিঁধে ১০টি সুচ, এনআরএসে অস্ত্রোপচার

এই সুচগুলি অপরূপার গলায় আটকে ছিল।

স্টাফ রিপোর্টার : অস্ত্রোপচার করে কিশোরীর গলা থেকে বের করা হল ১০টি সূচ। কৃষ্ণনগরের অক্ষয় বিদ্যাপীঠের অষ্টম শেণি র ছাত্রী অপরূপা বিশ্বাসের গলায় গত ৯ দিন ধরে ১০টি সূচ বিঁধেছিল।

মঙ্গলবার এনআরএসে অস্ত্রোপচার করে সেই সূচ বের করা হয়। ওই ছাত্রী গত ২১ জুলাই স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে বাবা-মাকে জানায়, তার গলায় যন্ত্রণা হচ্ছে। কথা শুনে মা-বাবার ধারণা জন্মায়, ঠান্ডা লাগার কারণেই গলায় যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু খেতে বসে জ্ঞান হারায় অপরূপা। এরপরেই বাবা-মায়ের সন্দেহ হয়, গুরুতর কোনও সমস্যার স্বীকার হয়ে থাকবে অপরূপা। তারপরেই অষ্টম শ্রেণির ওই ছাত্রীকে নিয়ে যাওয়া কৃষ্ণনগর হাসপাতালে। এক্স-রে করলে জানা যায়, ওই কিশোরীর গলায় ১০টি সূচ বিঁধে আছে। এও জানা যায়, অত্যন্ত জটিলভাবেই বিঁধে রয়েছে সূচগুলি। তড়িঘড়ি তাকে কলকাতায় আনা হয়। ভর্তি করা হয় এনআরএসে। মঙ্গলবারই অপরূপার গলা থেকে সূচগুলি বের করা হয়। কিন্তু কীভাবে ওই কিশোরীর গলায় সূচগুলি আটকালো এই নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। প্রথমে মনে করা হচ্ছিল, কিশোরী নিজেই ওই কাণ্ড ঘটিয়েছে। কিন্তু কয়েকটি সূচ এমনভাবে গলায় বিঁধেছিল তাই দেখে চিকিৎসকদের বক্তব্য, ওই সূচগুলি ছাত্রী নিজে থেকে ফুটিয়েছে, এটা হলফ করে বলা যাবে না।

জানা গিয়েছে, বছর তিনেক আগে অপরূপার দাদার মৃত্যু হয়। তারপর থেকেই অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করা যায় ছাত্রীর মধ্যে। অবসাদে ভুগেই সে গলায় সূচ ফুটিয়েছে, এই তত্ত্ব উঠে আসছে। অপরূপার সঙ্গে কথা বলে এমনটাই ধারণা চিকিৎসক ও তদন্তকারীদের। এই ঘটনায় আবার তন্ত্র যোগের বিষয়টিও জোরালো হচ্ছে। অপরূপার সঙ্গে কথা বলে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। দাদা মারা যাওয়ার পর থেকেই নিজেকে অনেকটা গুটিয়ে নিয়েছিল অপরূপা। একা একা থাকতেই ভালবাসত সে। দাদাকে ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে সে তন্ত্রসাধনার দিকে এগোচ্ছিল কি না, সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আবার অন্য তত্ত্বও সামনে আসছে। ব্লু হোয়েলের মতো কোনও মারণ খেলার নেশায় জড়িয়ে পড়েছিল কি না, সেই প্রশ্নও দেখা দিয়েছে। আবার মনে করা হচ্ছে, নিজেই সূচ খেতে গিয়ে এই বিপত্তি হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ সূচ খেতে যাবে কেন ওই কিশোরী? এর উত্তর দিতে পারছেন না কিশোরীর মা-বাবাও। দাদাকে হারানোর পর মনোকষ্টে ভুগেই অপরূপা এই কাণ্ড ঘটাতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে আসল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারে অপরূপা মুখ খুললে। আর সেই রহস্য উন্মোচন করতে হলে তার সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এদিন অস্ত্রোপচার করে অপরূপার গলা থেকে ১০টি সূচ বের করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ধরে অস্ত্রোপচার করা হয় অপরূপার গলায়। তার গলায় ৩০টি সেলাই পড়েছে।

ক্ষমতা থাকলে বাংলায় এনআরসি করে দেখাক, দিলীপকে চ্যালেঞ্জ সুজনের

স্টাফ রিপোর্টার : অসমের মতো বাংলায় নাগরিকপঞ্জি করার হুমকি দিয়েছে বিজেপি। মঙ্গলবার বিজেপির উদ্দেশ্যে এই ইস্যুতে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী। তাঁর পাল্টা জবাব, 'ক্ষমতা থাকলে বাংলায় এনআরসি করে দেখাক বিজেপি।'

সোমবারই প্রকাশিত হয় অসমের নাগরিক পঞ্জির খসড়া। তাতে জানা যায়, ৩ কোটি ৩০ লক্ষ আবেদনকারীর মধ্যে নাম উঠেছে ২ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষের। তালিকা থেকে বাদ পড়া বাকি ৪০ লক্ষ মানুষের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। আর এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই দেশজুড়ে জোর তরজা শুরু হয়েছে শাসক-বিরোধীতে। রাজ্যেও তুঙ্গে চাপানউতোর। তৃণমূলের সুরে সুর মিলিয়েই নাগরিকপঞ্জি ইস্যুতে বিজেপিকে বিঁধতে শুরু করে বাম ও কংগ্রেস। এরই মাঝে সোমবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বাংলায় এনআরসি করার হুঁশিয়ারি দেন। তাঁর মন্তব্য ছিল, 'বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসলে এখানে অসমের মতোই এনআরসি করা হবে। ঘাড়ধাক্কা দিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের বের করে দেওয়া হবে।'

দিলীপ ঘোষের সেই মন্তব্যের জবাব দিয়েই মঙ্গলবার বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী সাংবাদিকদের বলেন, 'ক্ষমতা থাকলে বিজেপি বাংলায় এনআরসি করে দেখাক। দিলীপ ঘোষের জেনে রাখা দরকার, রাজ্যটার নাম পশ্চিমবঙ্গ। এখানে ওসব হবে না।' নাগরিকপঞ্জি নিয়ে বিজেপিকে নিশানা করার পাশাপাশি তৃণমূলকেও আক্রমণ করতে ছাড়েননি সুজন চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্য, 'রাজ্যে বিজেপির বাড়বাড়ন্তের জন্য রাজ্যের শাসকদল দায়ী। অতীতেও বিজেপি উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা করেছিল দেশে। আবারও সেই কাজ করতে চাইছে। আজ ৪০ লক্ষ মানুষ দিশেহারা। ভবিষ্যতে বাংলাতেও অসমের মতো এনআরসি করতে চাইবে।' মঙ্গলবার অসমে নাগরিকপঞ্জি ইস্যুতে বিধানসভায় সর্বদল প্রস্তাব আনে রাজ্য সরকার। বিজেপি বাদে সব রাজনৈতিক দল তাতে সমর্থন জানায়।

বন্ধ রেড রোড

স্টাফ রিপোর্টার: ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা পর্বের জন্য ৩১ জুলাই থেকে শুরু করে ২, ৪,৬,৭,৯,১১ ও ১২ আগস্ট পর্যন্ত বন্ধ থাকবে রেড রোড। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফ থেকে একটি নোটিস জারি করে বলা হয়েছে, সকাল ৫টা থেকে ৮.৩০ পর্যন্ত ময়দান চত্বরের ৫টি রাস্তা অর্থাৎ জহরলাল নেহরু আইল্যান্ড, মেয়ো রোড ক্রসিংয়ের মাঝে রেড রোড, হেস্টিংস রোড ও জে এন আইল্যান্ড সংলগ্ন খিদিরপুর রোড ও লোভারস লেন বন্ধ রাখা হবে।

মঙ্গলবার একটি বৈঠকে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সঙ্গে মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়।

সভার জন্য লিখিত আবেদন দেয়নি বিজেপি : কলকাতা পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার : ১১ আগস্ট রানি রাসমণি রোডে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহর সভার জন্য এখনও পর্যন্ত কোনও আবেদন জমা দেয়নি বিজেপি, সাফ জানিয়ে দিল কলকাতা পুলিশ। সোমবার বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়, কলকাতা পুলিশের কাছে সভার জন্য অনুমতি চাইলে তাদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ওই স্থানে কংগ্রেস আগেই সভার জন্য অনুমতি চেয়েছে, তাই বিজেপিকে সেখানে সভা করার জন্য অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। এরপর এই অভিযোগের বিষয়ে সাংবাদিকদের তরফ থেকে কলকাতা পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাদের পক্ষ থেকে বিজেপির অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে জানানো হয়েছে। সোমবারই রাত ১১ টা নাগাদ এক বিবৃতিতে জানানো হয় 'আমরা এই মিটিংয়ের বিষয়ে কোনও অফিশিয়াল চিঠি পাইনি। তাই অনুমতি না দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

বেআইনি অস্ত্র, জাল নোট পাচারে গ্রেফতার ৩

স্টাফ রিপোর্টার: বেআইনি অস্ত্রোসহ জাল নোট চক্রীরা এসটিএফের জালে। সোমবার ধর্মতলা থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয় একলক্ষ টাকার জাল নোট। বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গেছে তাদের কাছ থেকে। এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার মনোহর দাস তারগ পুকুরের সামনে থেকে কলকাতা পুলিশের এফআইসিএনের একটি দল মালদার কালিয়াচক মহেশপুরের বাসিন্দা সুকু শেখ (৩৮), মুঙ্গেরের বাসিন্দা আমজাদ গায়েন, বিহারের কাশিম বাজারের মহম্মদ আব্দুল্লাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ময়দান থানা এলাকার ওই অংশে জালনোট, অস্ত্র পাচার করতে গিয়ে এসটিএফের এফআইসিএনের হাতে ধরা পড়ে ওই তিন ব্যক্তি। ধৃতদের কাছ থেকে ৫০০ টাকার নোটে প্রায় ১ লক্ষ টাকার জালনোট উদ্ধার করে পুলিশ। ৪০টি অর্ধ সমাপ্ত দেশি পিস্তলও তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এই গ্রেফতারির সূত্র ধরেই বারাকপুরের ছোট শ্রীরামপুরে একটি বেআইনি অস্ত্র তৈরির কারখানার হদিশ পায় পুলিশ। ময়দান থেকে ধৃত ৩ ব্যক্তির মধ্যে আব্দুল্লা পুলিশের কাছে জেরার মুখে এই কারখানার কথা জানায়। তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী তদন্তকারীরা ওই কারখানায় হানা দেয়। তারপরেই ওই কারখানার ৬ শ্রমিককে গ্রেফতার করে পুলিশ। এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে,তদন্তকারীদের দল যখন ওই কারখানায় হানা দেয় সেসময় ধৃত ওই ৬ জন কারখানায় বেআইনী অস্ত্র বানানোর কাজ করছিল।

প্রিয় বেনারসি পানের ঠেকে আজও বেঁচে আছেন মহম্মদ রফি

ছবি অরিজিৎ গাঙ্গুলী

দেবিকা মজুমদার

মহম্মদ রফি। সঙ্গীতপ্রেমী খুব কম মানুষই আছেন যিনি মহম্মদ রফির গান শোনেননি। রফি সাহেবের 'খোয়া খোয়া চাঁদ' আজও সঙ্গীতপ্রেমীদের নতুন করে চাঁদের প্রেমে ফেলে দেয়। সঙ্গীত জগতের এই অসামান্য তারকার ভক্তের সংখ্যা গোটা বিশ্বে নেহাত কম নয়। মঙ্গলবার ৩১ জুলাই তাঁর মৃত্যুদিনে রফি সাহেবকে স্মরণ করেছেন তাঁর অসংখ্য ভক্তরা। সেই ভক্তদের মধ্যেই একজন ভক্ত এমন আছেন, যাঁর দোকানের 'বেনারসী পান' খাওয়ার লোভে পা বাড়াতেন খোদ রফি নিজেই।

ধর্মতলায় ৮০ বছরের পুরনো একটি পানের দোকানে ৩০ থেকে ৩৫ বছর আগেও বেশ কয়েকবার এসেছেন রফি সাহেব। দোকানের বর্তমান মালিক বছর ৭২-এর মহম্মদ সান্নু। রফি সাহেবের স্মৃতিতে এদিন সারাদিন ধরে দোকানে রফির অজস্র জনপ্রিয় গানগুলি একের পর এক বাজিয়ে শোনান নিজের গ্রাহকদের। রফির অজস্র ভক্তের মতো তিনিও একজন ভক্ত। এদিন 'আর্থিক লিপি'র সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মহম্মদ সান্নু জানান, শুধু রফি সাহেবই নন, দিলীপ কুমার, রাজেন্দ্র কুমারের মতো বলিউডের অভিনেতারাও তাঁর দোকানে আসতেন। যদিও তাঁরা আসতেন রফি সাহেবের হাত ধরেই। এরকম স্বনামধন্য ব্যক্তিরা তাঁর দোকানে আসতেন শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম খানিকটা। তাই প্রশ্ন করেছিলাম, এঁদের সঙ্গে মহম্মদ সান্নুর পরিচয় কীভাবে হয়েছিল। জবাবে সান্নু যা শোনালেন, তা খানিকটা ছোটখাট কাহিনি বলা যেতে পারে। প্রায় বছর ৪০ আগে মুম্বইয়ের গোরেগাঁওয়ের ফিল্মিস্তান স্টুডিওতে ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজ করতেন এই সান্নু। ১৪ বছর কাজ করেছেন সেখানে। ওই স্টুডিওতেই পরিচয় হয় রফি সাহেবের সঙ্গে। কথায় কথায় বলেছিলেন, কলকাতায় তাঁর দোকানের কথা। কিন্তু এরপরেই তাঁর বাবার শরীর খারাপ হওয়ায় কলকাতায় ফিরে আসতে হয় তাঁকে। দায়ভার নিতে হয় দোকানের। আর কোনওদিনই ফিরে যাওয়া হয়নি তৎকালীন বম্বেতে। কিন্তু রফি সাহেব তাঁকে ভোলেননি। তাই কলকাতায় কোনও গানের রেকর্ডিং করতে আসলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এবং তাঁর দোকানের পান খেতে চলে আসতেন ধর্মতলায় এই পুরনো পানের দোকানটিতে। শুধু পান নয়, চা-জলের সঙ্গে চলত জমিয়ে আড্ডাও। কথায় কথায় উঠে আসত বম্বের সঙ্গীত জগত ও অভিনয় জগতের বিভিন্ন প্রসঙ্গও। এ হেন রফি সাহেব সম্পর্কে মহম্মদ সান্নুর বক্তব্য, 'ও আদমি নেহি থে, এক ক্যারিশ্মা থে'। এরপর কথায় কথায় খানিকটা আক্ষেপ করে জানান, রফি সাহেবের প্রিয় সেই বেনারসি পান আজ আর তাঁর দোকানে পাওয়া যায় না। বাঙালিরা বিশেষ পছন্দ করে না ওই পান। তাই বাঙালিদের পছন্দের মিঠা পাতা, বাঙালি মিঠে পান এ সবই এখন পাওয়া যায় তাঁর দোকানে। এছাড়াও বিভিন্ন মশলার স্বাদের হরেক পান বিক্রি করেন তিনি।

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে অভিনব ভাবনায় পরিচ্ছন্নতা ও সৃজনশীলতায় পুরস্কার প্রদান পুরসভার

স্টাফ রিপোর্টার: ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ নিয়ে চলতি বছরের প্রথম থেকে মাঠে নেমে পড়েছে কলকাতা পুরসভা। তবে এই বিষয় নিয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে থাকল পুরসভা। ডেঙ্গু নিয়ে এইবার সচেতনতা বাড়াতে নতুন এবং অভিনব পদক্ষেপ নিতে চলেছে পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর। পরিস্কার পরিছন্নতা ও সৃজনশীল পুজোর জন্য পুরস্কার প্রদান করবে পুরসভা। এই বিষয়ে মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ মঙ্গলবার একটি সাংবাদিক বৈঠকে জানান। তিনি জানান,'মশা বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এবার একটি এনজিও সংস্থার দেওয়া প্রস্তাবের সঙ্গে সহমত হয়েছে। তা হল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সৃজনশীলতা এই বিষয়ে জোন ভিত্তিক পুরস্কার প্রদান করা হবে। ৭টি জোনে ভাগ করা হবে। প্রত্যেকটি জোনেই পুরস্কার অর্থমূল্যে দেওয়া হবে। পুজোর একমাস আগে তিনটি তারিখ দিয়ে দেওয়া হবে। এই নির্ধারিত তারিখে পুজো কমিটিগুলি তাদের এলাকায় এক একটি রাস্তা ধরে বাড়ি বাড়ি সচেতনতা প্রচার করবে এবং সেই প্রচারের ভিডিও ক্লিপিং তুলে রাখতে হবে। তারই সঙ্গে পুজোর ঠিক আগে অর্থাৎ মহালয়া, প্রতিপদ ও দ্বিতীয়াতে প্রচার করতে হবে এবং তারও ভিডিও ক্লিপিং তুলে রাখতে হবে ও জমা দিতে হবে।' ডেঙ্গু সচেতনতার জন্য থাকছে ৬০ শতাংশ নম্বর এবং সৃজনশীলতার জন্য থাকছে ৪০ শতাংশ, এমনটাই জানান অতীনবাবু। বিচারকদের হিসাবে যে পুজো কমিটি সবকিছু পরিপূর্ণ করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করবে পুরসভা। গত বছর থেকে শিক্ষা নিয়ে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করতে দফায় দফায় অভিযান চালাচ্ছে পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর। খোদ মেয়র পারিষদ নিজেই অভিযান চালাচ্ছেন। ডেঙ্গু নিয়ে সবথেকে বেশি সচেতন হতে হবে মানুষকে। এমনটাই বার্তা অতীনবাবুর। রেলের সঙ্গে ও বিল্ডিং নির্মাণ সংস্থাকারীর সংগঠন ক্রেডাইয়ের সঙ্গেও বৈঠক করে পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর। তাদেরও নজরদারি বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছেন অতীনবাবু। যাতে জল জমে না থাকে বা আবর্জনা কোথাও না থাকে সেই নিয়ে সচেতন করতেই এই বৈঠক করা হয় বলেই জানান মেয়র পারিষদ। এমনকি পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতনতার কথা বলা হয়েছে। অতীনবাবু জানিয়েছিলেন, 'অনেক কাউন্সিলরই যাচ্ছেন বাড়ি বাড়ি মানুষকে সচেতন করতে।' মানুষকেই আগে নিজের সচেতনতা বাড়াতে হবে। অন্যদিকে, জানুয়ারি মাস থেকে এখনও পর্যন্ত শহরে প্রায় ৯৭ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। বরো ৩ এর ১৪নং ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বলেই জানিয়েছিলেন অতীনবাবু। তবে মানুষকে আরও সচেতন হওয়ার বার্তা দিচ্ছেন অতীনবাবু।